গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
www.srdi.gov.bd

নম্বর ১২.০৩.০০০০.০০০.৯৯.০০২.১৭.৭৭০

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪২৯
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

...

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৩য় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখার ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ১২.০০.০০০০.০২০.৯৯.০২৫.১৭.৬৩ সংখ্যক এবং স্থায়ীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-১৫৩ (১/১০০) সংখ্যক পত্রটি অবগতি ও পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৃষ্ঠাংকনপূর্বক প্রেরণ করা হলো।

৬-৯-২০২২
মোঃ কামারুজ্জামান
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৪১০২৫০৪১
ইমেইল: dg@srdi.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং/অ্যানালাইটিকেল সার্ভিসেস উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২) প্রকল্প পরিচালক, মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) প্রকল্প, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩) প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অংগ, খুলনা।
৪) প্রকল্প পরিচালক, এসআরডিআই-এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫) কর্মসূচি পরিচালক, ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক কর্মসূচি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৬) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ/কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
৮) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় গবেষণাগার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/

বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
৯) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন শাখা/সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন/ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং শাখা/ল্যান্ড ইভালুয়েশন অ্যান্ড কোরিলেশন শাখা/হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট শাখা/নির্দেশিকা সেল, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১০) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল কেমিস্ট্রি শাখা/সয়েল ফিজিক্স অ্যান্ড মিনারেলজি শাখা, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১১) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ রংপুর/বরিশাল/সিলেট।
১২) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় গবেষণাগার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ রংপুর/বরিশাল/সিলেট।
১৩) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান/লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
১৪) ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
১৫) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ/জামালপুর/টাংগাইল/ ফরিদপুর/পাবনা/বগুড়া/দিনাজপুর/কুমিল্লা/রাঙ্গামাটি/নোয়াখালী/যশোর/কুষ্টিয়া/পটুয়াখালী/মৌলভীবাজার/ কক্সবাজার/ভোলা/চাঁদপুর/ঠাকুরগাঁও/লালমনিরহাট/গাইবান্ধা/নওগাঁ/নরসিংদী/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/মুন্সীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ সাতক্ষীরা/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/নেত্রকোনা/সিরাজগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুর/গোপালগঞ্জ/সুনামগঞ্জ।
১৬) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, ময়মনসিংহ/জামালপুর/ ফরিদপুর/কুমিল্লা/নোয়াখালী/বগুড়া/দিনাজপুর/কুষ্টিয়া/ঝিনাইদহ/টাংগাইল/পাবনা/যশোর/রাংগামাটি/পটুয়াখালী/ গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ।
১৭) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাটা প্রসেসিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকেল অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড কমুনিকেশন টেকনোলজি (DPS & ICT) শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৮) কর্মসূচি পরিচালক, দূর অনুধাবন পদ্ধতি (Remote Sensing) ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারন শীর্ষক কর্মসূচি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৯) কর্মসূচি পরিচালক, নবসৃষ্ট তিনটি গবেষণাগার জোরদারকরণ কর্মসূচি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২০) কর্মসূচি পরিচালক, বরেন্দ্র অঞ্চলে অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার শীর্ষক কর্মসূচি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২১) মহাপরিচালক মহোদয়ের সংযুক্ত কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২২) সিনিয়র কার্টোগ্রাফার, কার্টোগ্রাফি শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৩) পাবলিকেশন অ্যান্ড লিয়াজোঁ অফিসার, পাবলিকেশন অ্যান্ড রেকর্ড শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৪) সহকারী পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৫) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৬) প্রশাসনিক কর্মকর্তা/স্টোর অফিসার/ অফিস তত্ত্বাবধায়ক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৭) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৮) অফিস নথি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০২০.৯৯.০২৫.১৭.৬৩

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৯
০১ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৩য় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরনী প্রেরণ।**

সূত্র: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১ আগস্ট ২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-১৫৩ (১/১০০) সংখ্যক পত্র

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রটি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: nothi_98_2022_09_01_31662007248.pdf ও nothi_98_2022_09_01_21662007257.pdf.

৪-৯-২০২২
তাসলিমা আহমেদ পলি
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০১২৬
ইমেইল: admin2@moa.gov.bd

বিতরণ :
১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান গণ
২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা অধিশাখা

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০২০.৯৯.০২৫.১৭.৬৩/১(৩)

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৯
০১ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
৩) অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

৪-৯-২০২২
তাসলিমা আহমেদ পলি
সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব মহোদয়ের দপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়
☐ অতিঃ সচিব (প্রশাসন)
☐ অতিঃ সচিব (পিপিসি)
☐ মহাপরিচালক (বীজ)
☐ অতিঃ সচিব (নিরীক্ষা)
☐ অতিঃ সচিব (সম্প্রঃ)
☐ অতিঃ সচিব (গবেঃ)
☐ অতিঃ সচিব (সার ব্যবঃ ও উপ...)
☐ ... সচিব (পরিকল্পনা)
☐ একান্ত সচিব
ডাইরী নং- ... তারিখঃ ...
স্বাক্ষর...

অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন অনুবিভাগ

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	যুগ্মসচিব (আইন)
যুগ্মসচিব (বাস্তবায়ন)	উপসচিব (প্রশাঃ-৫)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	অন্যান্য
নম্বর: ৩৩৬২	
তারিখ: ২৭/০৮/২২	স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) অধিশাখা
প্রশাসন-১ শাখা
প্রশাসন-২ অধিশাখা
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
প্রশাসন-৪/মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখা
প্রশাসন-৫ অধিশাখা
আইসিটি সেল
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
লাইব্রেরি
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অন্যান্য
নম্বর: ৪০৭
তারিখ: ২৭/৮/২২ স্বাক্ষর

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৮ জুলাই ২০২২, বিকাল ০৩.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষত ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এ বিষয়ে গত ১৯ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে নির্দেশনার আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভা আয়োজন করা হয়েছে। এপর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য সভার সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে মশাবাহিত রোগ বিশেষ করে এডিস মশাবাহিত রোগ তথা ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দীর্ঘকাল ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন থেকেই এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু সমস্যা নিরসনকল্পে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে এ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতার সাথে ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীতে ২০২০ এবং ২০২১ সালে একই ধারা অনুসরণ করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। মশক নিধনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনসচেতনতা তৈরি করা। এ লক্ষ্যে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে চলতি বছরের এ পর্যন্ত সাফল্যের সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো রয়েছে। তিনি এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রজাতির মশা যেমন কিউলেক্স মশা ও এনোফিলিস মশার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্যও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মশকের কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly

Business দূর করা হয়েছে। তিনি Over The Counter ক্রয়ের মাধ্যমে কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় মন্ত্রী সভাকে জানান যে, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে মশকের উৎসস্থল সনাক্ত করতে হবে এবং মশকের বংশবিস্তার রোধে বাসা বাড়ির অভ্যন্তরে, নির্মাণাধীন ভবনে বা ভবনের ছাদে বা আঙ্গিনায় জমা পানি রাখা হতে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ছাদবাগানের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ছাদবাগান করা হলে কতিপয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ছাদবাগানে টবে/ড্রামে যাতে পানি জমে না থাকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এডিস মশার প্রজননের ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এপর্যায়ে তিনি এশিয়ার কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ভারতসহ অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক কম। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তথা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকের এ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

১.৩ এপর্যায়ে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকীকে ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

১.৪ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা, নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ টি ওয়ার্ডে প্রতিদিন ১০৫০ জন কর্মী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২২ সালে এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞ দ্বারা অঞ্চল ভিত্তিক মশক কর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে মশক নিধনের সকল কার্যক্রম সরাসরি মনিটরিং করা হচ্ছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইমামদের মাধ্যমে এ বিষয়ে বার্তা দেয়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত মশক কর্মী দিয়ে সকালে জিংগেল বাজিয়ে লার্ভিসাইড এবং বিকালে এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ডেঙ্গু রোগীর তথ্য অনুযায়ী যেসকল এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল এলাকায় ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত রোগীর বাড়িতে বিশেষ চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং মশার উৎসস্থল ধ্বংস করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী মাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করা হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, রাজধানীতে যেসকল জায়গায় ছাদবাগান রয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না ফলে সেখানে টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে, এ ব্যাপারে নিয়মিত জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মেয়র সভাকে জানান যে, ২০২১ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল মোট ২১২২ জন এবং জুলাই মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬০২ জন তবে ২০২২ সালে জুলাই মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৩০৮ জন। সর্বোপরি, তিনি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি আবাসন নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত রোগীর বাসস্থানের সঠিক ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সরবরাহ করাসহ ডেঙ্গু মোকাবেলা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

১.৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম সভাকে জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১০ (দশ) টি এলাকায় ১০ (দশ) টি ড্রোন উড়িয়ে নিয়মিত ছাদবাগানগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে। যেসকল ছাদবাগানে ফুলের টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে সেখানে মশকের উৎসস্থল ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিশেষ চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্টের আওতায় জরিমানা করা হচ্ছে। তিনি এ পর্যায়ে সিভিল এভিয়েশনের আওতাধীন এলাকায় বিমানের পরিত্যক্ত চাকা, রেলস্টেশনের ওয়াগণ, থানার সামনে রক্ষিত আলামতের/ পরিত্যক্ত গাড়ী ইত্যাদির স্থিরচিত্র তুলে ধরেন যেখানে মশা বংশবিস্তার করছে। তিনি বলেন, এ সকল এলাকায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার কারণে এডিস মশার প্রজনন বেশি হয় এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ সকল এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হয়। তিনি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহে এডিস মশা নিধনে আরোও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, বাসা-বাড়িতে এডিস মশার প্রজননস্থলসমূহ সনাক্ত করে প্রজননস্থল অপসারণের জন্য ওয়াসার পানির মিটার এবং পানি অপসারণ অযোগ্য স্থানসমূহে দানাদার কীটনাশক/ ট্যাবলেট নোভাডুরণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া এডিস মশা নিধনে ফ্রান্সের তৈরি Mosquito Trap বসানো হয়েছে যা ৮০ sqmeter জায়গা পর্যন্ত কার্যকর। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে বাসাবাড়ি এবং যেকোনো স্থাপনার সামনে মশার উৎসস্থল ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ একটি সাইনবোর্ড লাগানো যেতে পারে, যার ফলে মানুষের মধ্যে অধিক সচেতনতা তৈরী হবে। এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৬ মেয়র, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মশক নিধনে পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিরসনকল্পে চট্রগ্রাম মহানগরীকে ৬ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ টি সাবজোনে ভাগ করা করে কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া যেখানে ১৫০০ জন আরবান ভলেনটিয়ার/স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ৭ দিনের Crush Program চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক ডেঙ্গু রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে রোগীর বাসস্থান চিহ্নিতপূর্বক সেসকল স্থানে সিটি কর্পোরেশন হতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.৭ সচিব, জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে ফগার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, নির্মানাধীন সাইটে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক "ডেঙ্গু প্রতিরোধ সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" নামে একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত পোঁটালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি পেইজ খোলা হয়েছে।

১.৮ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোসলেহ উদ্দীন আহাম্মদ, গণপূর্ত অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে তাদের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনে ডেঙ্গু নিধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন আবাসিক, অনাবাসিক, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঢাকা নগরীতে এলাকাভিত্তিক ৮টি সার্কেলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী আবাসনসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকার মনিটরিং কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।

১.৯ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. এইচ. এম গোলাম কিবরিয়া বলেন, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতা নিয়ে তারা একটি মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং আওতাভূক্ত আবাসিক এলাকাসহ তাদের অধিক্ষেত্রে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.১০ নির্বাহী পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলেন যে, তাদের অধিক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইড এবং বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এ্যাডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেয়া হবে এবং বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে নির্মাণাধীন ও পরিত্যক্ত জায়গা যেখানে এডিস মশার প্রজনন বেশি হয় সেখানে তারা নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী মশা যাতে না জন্মায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নিবিড় তদারকিসহ বিমানবন্দর এলাকায় Mosquito Trap প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন।

১.১১ জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ, উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, রেলের আবাসনে ফগার মেশিনের মাধ্যমে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মশক নিধন কার্যক্রমে তাদের লোকবলের কিছু ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন।

১.১২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ ইকরামুল হক সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর তথ্য নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করে তা নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ই-মেইল পাঠানোর জন্য পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওতপ্রোতভাবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কাজ করে যাচ্ছে মর্মে তিনি জানান।

এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হলে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং যেসকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করবে না তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

১.১৩ জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায়, সঠিক কর্মপরিকল্পনায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্পের মাধ্যমে বাগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাসা-বাড়ীতে লার্ভা জন্মানোর স্থানে কীটনাশক প্রয়োগ এবং মশক নিধনের জন্য নগরবাসীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জনসচেতনতা তৈরীর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষকদের যে প্রশিক্ষণে প্রদান করছেন তাতে এডিস মশা নিধনের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১.১৪ জনাব কাজী মোহাম্মদ হাসান, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভাকে জানান, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে তাদের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর আওতাধীন এলাকায় প্রতিটি ইউনিটে টিম গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল এলাকায় নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। ২০২২ সালে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর

সংখ্যা ৪৮ জন। এছাড়া পরবর্তীতে তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

১.১৫ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। হাসপাতালসমূহে সনাক্তকৃত/ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবে পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মশক নিয়ন্ত্রণে স্ব স্ব উদ্যোগে তাদের দায়িত্ব পালন করবে অথবা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। রাজধানীতে অধিকতর ডেঙ্গু আক্রান্ত স্পট সমূহ চিহ্নিত করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।
০২	ক) হাসপাতালসমূহ কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) যেসকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করবেনা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৩	জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের চলমান প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠনপূর্বক কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪	এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে এবং জনগণকে অধিক সচেতন করার জন্য নির্মাণাধীন স্থাপনার সামনে মশার উৎসস্থল ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ একটি সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।
০৫	(ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,

	মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) রেলওয়ের পরিত্যক্ত ওয়াগন, টায়ার, থানাসমূহে মামলার আলামত হিসাবে জব্দকৃত যানবাহনসহ লার্ভা জন্মায় এ ধরণের স্থাপনা ধ্বংস/নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ৪।ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৭। জননিরাপত্তা বিভাগ।
০৬	(ক) হযরত শাহজালার আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ, নিবিড় তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশা প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৭	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে অথবা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সভা করার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লিখিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগে প্রেরণ করবে।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
০৮	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধনের বিষয়ে (ছাদবাগান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। (খ) জনসাধারণের সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে Over The Counter ক্রয়ের মাধ্যমে মশক নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) রাজধানীতে ছাদবাগানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ ফুলের টবে এডিস মশা প্রজননে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত লার্ভিসাইড/কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	১। কৃষি মন্ত্রণালয়, ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৯	এডিস প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-১৭/০৮/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়